জনাব সম্পাদক
সদালাপ

সালাম ও শরৎ সিক্ত শুভেচ্ছা। জনৈকা লেখিকা ফাহমিদা রহমান এর একটি মেইল পেয়ে আপনার ওযেভ সাইটটি ভিজিট করি। রিয়াদের *মরুপলাশ* সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত ও জানিয়েছিলেন আপনার ওয়েভ সাইটটি মাঝেমধ্যে ভিজিট করার জন্যে। তারপর থেকে বলা যায় নিয়মিত। যদিও ওয়েভের বিভিন্ন হেড লাইনগুলোর ভেতরে এখনো ঢোকার বা পড়ার সুযোগ হয়নি। আগামীতে পড়ার ইচ্ছে আছে। হেড লাইনগুলোতেই অন্তত: সম্পাদকের রুচির বা সম্পাদকীয় নীতির কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্পাদক একজন পরিচ্ছন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের অধিকারী। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সেদিন আপনার *সদালাপ* খুলেই চোখটি আটকে যায় একটি লাল রংয়ের হেড লাইন দেখে যেখানে নিচে লেখকের নাম লেখা রয়েছে। *লড়াই* নামটি দেখেই ভাবলাম দেওয়ান আবদুল বাসেত তো জানি লেখেন ছড়া তিনি আবার কবে থেকে নিবন্ধ বা প্রবন্ধ লেখতে শুরু করলেন! আরো ভাবলাম তিনি হয়তো *ভিন্নমত বাংলা আমার* এবং *সদালাপ* এ যে ভাবে শব্দে শব্দে লড়াই চলছে, তাতেই অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু না আমার ধারণা পাল্টে গেল। যখনই ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আমিতো অবাক!

একজন ছড়াকার তাঁর ছড়ার মাধ্যমে যে দেশ ও মানুষের হাল অবস্থার বাস্তব চিত্র অতি সহজভাবে তুলে ধরতে পারেন, অন্ধকার দিকটাকে আলোর মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারেন তা দেওয়ান আবদুল বাসেতের *লড়াই* না পড়লে বোঝতে পারতাম না। ইহা একটি সচিত্র প্রতিবেদন। ছড়াকারের এই নির্ভীক প্রয়াস বর্তমান অসহায় মানবতার কিছুটা পুষ্টি সাধন করতে পারবে কিনা জানি না। তবু বলবো এ লড়াইয়ের শেষ হয়তো একদিন হবে। আমার সামান্য ধন্যবাদ এ রসাত্মক ছড়া ও ছড়াকারের জন্য জানি যথেষ্ট নয়, তবুও জানাই ছড়াকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ। এমন একটি ছড়া যা '৭১ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আমাদের সব বিষয়গুলোকে স্পর্শ করেছে, যা লিখতে লেখকের নিশ্চয়ই কয়েকটি বছর লেগেছে; তা প্রকাশ করায় সম্পাদকের এ উদার মানসিকতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার ওয়েব *সদালাপ* নিয়ে আগামীতে বিস্তারিত লেখার আশা রাখি।

ধন্যবাদ সহ-
অধ্যাপক ডঃ এম. আতিকুর রহমান
কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ
সৌদি আরব
১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩
E-mail: atique53@yahoo.co.uk